প্রবাসে চাকরি সমস্যা-১

আরিফুর রহমান খাদেম

গ্লোবল রিসেশন বা অর্থনৈতিক মন্দার কথা শুনেনি এমন কাউকে আজকাল পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না। এ ধরনের মন্দা পৃথিবীতে আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে, তবে এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি। এ মন্দার ফলে দুনিয়ার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভঙ্গুর প্রায়। এর প্রভাব যে হঠাৎ করেই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এভাবে ছড়িয়ে পড়বে অর্থনীতিবিদরাও আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি। এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাকরির বাজার।

দেশের টিভিতে সংবাদ দেখলে বা পত্রিকার পাতা খুললে প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায় দুবাই, আবুধাবি, কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব, মালয়সিয়া, মরিশাস ইত্যাদি দেশ থেকে হাজার হাজার লোক বাংলাদেশে ফেরত আসছে। এদের অনেকেই হয়তো ওই দেশগুলোতে গিয়েছিল মাত্র কয়েকমাস আগে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস তাদের অনেকেই প্রবাসে পারি জমিয়েছিল খালি হাতে, ফিরেও আসতে হল সেই খালি হাতেই। কারণস্বরূপ, এ সমস্ত দেশে গমনরত অধিকাংশ লোকই নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। তাই বিদেশে যাওয়াটা অনেক পরিবারের কাছেই এক ধরনের জীবনদানের মত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সহায়-সম্বল, জায়গা-জমি বিক্রিকরে, এমনকি ভিটে বাড়ি বন্ধক রেখেও অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতির জন্য আমরা কাকে দায়ী করব? এর জবাব আমি পাঠক মহোদয়ের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এ রিসেশন কি শুধু মধ্যপ্রাচ্য কিংবা এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেই আঘাত হেনেছে? এর ভয়াবহতা আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, জাপান, এমনকি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মত সমৃদ্ধশালী দেশগুলোকেও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মোটকথা এ থেকে বাঁচার উপায় নেই । তবে এ সমস্ত দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের হাল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। শত খারাপ অবস্থায় দিনযাপন করলেও তাদের দেশে ফেরত যেতে হচ্ছে না। খুব বেশি টেনশনে থাকতে হচ্ছে না দেশে থাকা তাদের স্বজনদের।

তবে চাকরির বাজারের এই মন্দাভাব শুরু হওয়ার পর যারা এ সমস্ত দেশে এসেছে তাদের দু-একটি কাহিনী আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে বরাবরই বিদেশে আসতে ইচ্ছুক সবাইকে উৎসাহিত করে থাকি, বিশেষকরে যারা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে আসতে আগ্রহী। আজকাল ধনীর সন্তানদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও বিদেশে আসছে। এদেরে প্রায় সবাই কোনো এক কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আসছে। অষ্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই বলি, এমন এক সময় ছিল যখন সকালে আসলে বিকালেই কাজে যোগ দেয়া যেত, যা একধরনের রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা এধরনের ব্যাপার স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে আমদানি-রপ্তানিতে বেশ প্রভাব পড়েছে। ফলে ব্যবসায় যাচ্ছে মন্দা। এরফলে প্রতিদিনই কেউ না কেউ চাকরি হারাচ্ছে। ব্যবসায় স্তিমতা আসায় নুতন নুতন কাজ বা চাকরি আর সৃষ্টি হচ্ছে না। তাছাড়া চাকরি হারানোর ফলে অনেক পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করাই হয়ে পড়েছে বেশ কঠিন। একইসাথে অনেকেই চাকরি নিয়ে বেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছে।

অনেকেই হয়ত ভাবছেন এ কথাগুলো আমি কেন বলছি! এগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে গণসচেতনতা বাড়ানো। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আসা বেশ কয়েকজনের সাথে আমার কথা হল। তাদের সবাই ছাত্র। কথাবার্তায় মনে হল মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। তাদের সবার একটাই সমস্যা- আর তা হল, চাকরি। যে কোনো ধরনের একটা চাকরি হলেই তারা খুশি। সেটা রেস্টুরেন্টে, গ্রোসারিতে কিংবা মাছের বাজারেই হোক, চাকরি দরকার, যা ছাড়া তাদের এ দেশে ব্যয় ভার বহন করা সম্ভব নয়। কারণ দেশে থাকা অবস্থায়-ই তাদের বাবা-মা সর্বসাকুল্যে ভর্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোটা অংকের টিউশন ফি জমা দিয়েছেন। এমনও কিছু ছাত্রের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে যারা প্রায় চার থেকে ছয় মাস হয়েছে সিডনিতে এসেছে, কিন্তু শত চেস্টা করেও এখন পর্যন্ত কোনো চাকরির সন্ধান করতে পারে নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে বেশ ভাল পদের চাকরি ছেড়ে এসেছে জীবন গড়ার আশায়। এখন এমন অবস্থা- না পারছে সইতে না পারছে কইতে। এমনই এক অবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। অনেকের মতে, ‘‘ফিরে গিয়ে কী করব? কীভাবে এ মুখ দেখাব ? এখানে এসেছিলাম অনেক বড় মুখ নিয়ে, অনেক যুদ্ধ করে ভিসা পেয়েছি।’’

এতো শুধু আমাদের দেশ থেকে আসা কিছু নীড়িহ লোকের জবানবন্দী। আমার প্রতিবেশি একজনের বড় ভাইও গত বছর আমেরিকা থেকে এসেছে সিডনিতে। তবে সে বাংলাদেশী নয়। তার মতে, আমেরিকায় ভাল চাকরি না পাওয়ায় সে এখানে এসেছে চাকরির খোঁজে। আমার জানা মতে সে এখনও মনে প্রাণে হন্যে হয়ে খোঁজে বেড়াচ্ছে। একই ঘটনা ঘটেছে ইংল্যান্ডে থাকা আমার এক বন্ধুর বন্ধুর ক্ষেত্রেও।

বিদেশে আসা না আসা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে এ মূহুর্তে আসার আগে আমার মনে হয় চারিপাশ বিবেচনা করে ধীরে সুস্থে আসা উচিত, যাতে বিদেশে আসার পর এ ধরনের দূর্যোগ মোকাবেলা করতে না হয়। সম্ভব হলে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বিদেশে থাকা নিকটাত্মীয় বা তা না থাকলে দুঃসম্পর্কের চেনা-জানা লোকদের সাথে পরামর্শ করে আসা উচিত। একইসাথে আমাদেরও উচিত যারা বিদেশে আসতে আগ্রহী সবাইকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা, যাতে বড় আশা নিয়ে এসে শুরুতেই হতাশাগ্রস্থ হতে না হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ দূর্যোগ আরও প্রায় একবছর চলতে পারে। আমার বিশ্বাস আমার এ উক্তিগুলোর দ্বারা বিদেশে আসতে আগ্রহী কেউ নিরুৎসাহিত হবে না বা আস্থাহীনতায় ভুগবে না, বরং ধৈর্য্যশীল হবে। কারণ ধৈর্য্য এবং আস্থা এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছা প্রায় অসম্ভব।

arifurk2004@yahoo.com.au